ফর্ম জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৬৫১৭

স্বপ্না মজূমদার

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য - শ্রী শ্রীজিব চক্রবর্তী

শ্রী পরাশর বৈদ্য

শ্রী দীপ্তাংশু কর

রাজ্যের জন্য - শ্রী টি. এম সিদ্দিক

শ্রী অমৃতলাল চ্যাটার্জি

আইটেম নং.১৩

শুনানি এবং রায় - ২০.০৯.২০২৩

বিচারপতি বিবেক চৌধুরী-

নিঃসন্দেহে একজন গোপাল চন্দ্র মজূমদার, যেহেতু মৃত ব্যক্তি ছিলেন মূল এফ.পি.এস লাইসেন্সধারী এবং নদিয়া জেলার ফুলিয়া বেলামাঠে অবস্থিত এস. কে. অয়েল ডিলারশিপ। এটিও কোনও বিতর্ক নয় যে উক্ত গোপাল চন্দ্র মজূমদার ২০২০ সালের ১১ জুলাই মারা গিয়েছিলেন। ২০২০ সালের ৩১ শে জুলাই উক্ত গোপাল চন্দ্র মজূমদারের বিধবা স্ত্রী সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে তাঁর নামে লাইসেন্স মঞ্জুর/স্থানান্তর করার জন্য আবেদন করেছিলেন যাইহোক, যদিও উক্ত আবেদনটি ছিল

রাজ্যের উত্তরদাতাদের বিবেচনাধীন গোপাল চন্দ্র মজূমদারের উক্ত বিধবা স্ত্রী ২০২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, গোপাল চন্দ্র মজুমদার এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী উভয়েই এক ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে মারা গেছেন, যথা বিমান মজুমদার, কৃষ্ণা মণ্ডল (বিবাহিত কন্যা), রত্না প্রামাণিক (বিবাহিত কন্যা) এবং স্বপ্না মজুমদার, আবেদনকারী। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে আবেদনকারী তার দুই বিবাহিত কন্যার 'অনাপত্তি সনদ' নিয়ে সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য আবেদন করেন।

বিবাদী কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই কারণে যে আবেদনকারী মৃত লাইসেন্সধারীর সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারীর 'অনাপত্তি সনদ' নিয়ে সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রকের কাছে যাননি।

এই ধরনের প্রশাসনিক আদেশকে আবেদনকারী ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৬০৮৬ নামে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। একটি সমন্বিত বেঞ্চ ৪ মে, ২০২২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত রিট পিটিশনটি প্রত্যাখ্যান করে উল্লেখ করে যে, যেহেতু আবেদনকারী মৃত লাইসেন্সধারীর পরিবারের সমস্ত সদস্যের 'অনাপত্তি শংসাপত্র' উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই তিনি সহানুভূতির ভিত্তিতে লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী নন। আবেদনকারী ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আপিল দায়ের করে উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যা ২০২২ সালের ম্যাট নং ১৫৫৫ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। উক্ত আপিলটি ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল

এ.আই.আর 2022 ক্যাল 331-এ প্রকাশিত গুরুপদ দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের আরেকটি আদেশের উপর নির্ভর করে। ডিভিশন বেঞ্চ 2022 সালের WPA 6086-এ প্রদত্ত একক বেঞ্চের আদেশ বাতিল করে, গুরুপদ দাস (উপরে) এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে আবেদনকারীর আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলারকে নির্দেশ দেয়। WBPDS (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, 2013-এ বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে লাইসেন্সধারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, একজন নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যের জন্য সহানুভূতির ভিত্তিতে আবেদন করা উন্মুক্ত।

গুরুপদ দাস (উপরোক্ত) মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ক্ষেত্রে 'নির্ভরশীল' শব্দটি ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল। উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, মৃত পরিবারের যে সদস্যরা তাঁর মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করছিলেন এবং মৃত লাইসেন্সধারীর উপর নির্ভরশীল, যার স্বাধীন আয়ের কোনও উৎস নেই, তাকে নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে, যিনি সহানুভূতির ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্যের দোকানের লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী।

গুরুপদ দাস(উপরে)মামলাতে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"২০. সংজ্ঞায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো 'নির্ভরশীল' শব্দ। যদি পরিবারের কোনও সদস্য মৃত্যুর তারিখে মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল না থাকেন, তাহলে ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের পরিশিষ্ট-১ সহ ফর্ম সি-তে আবেদনকারী আইনি উত্তরাধিকারীর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের জন্য তার 'অনাপত্তি' প্রয়োজন হবে না। যদি কোনও পুত্র বা কন্যা নির্ভরশীল হন, তাহলে তাদের "অনাপত্তি" দাখিল করতে হবে। যদি আমরা 'ধারা ২০-এর উপ-ধারা (vi) এর অনুচ্ছেদ ২ এবং ধারা ২(ম)-এর অনুচ্ছেদ ২ পড়ি, তাহলে স্পষ্ট হবে যে 'মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে তার উপর নির্ভরশীল পুত্র এবং কন্যাদেরই 'অনাপত্তি দাখিল করতে হবে, পরিবারের সকল সদস্যকে নয়। "

রিট আবেদনকারীর দাখিল করা আবেদনটি গুরুপদ দাস (উপরে)-এর পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশিকার আলোকে বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়ার পর, মহকুমা নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর ভিত্তি করে উক্ত আবেদনটি বাতিল করে দেন:-

i) রিট আবেদনকারী জানিয়েছেন যে তিনি তার ভাই বিমান মজুমদারের অবস্থান সম্পর্কে জানেন না, তবে বিমান মজুমদার ন্যায্য মূল্যের দোকানের লাইসেন্স প্রদানের জন্য রিট আবেদনকারীর আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করেছেন

সহানুভূতির ভিত্তিতে। সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার মনে করেন যে রিট আবেদনকারী ভুল বক্তব্য দিয়েছেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তার ভাই প্রায় চার বছর ধরে কোনও কথা শোনেনি।

ii রিট আবেদনকারী মূল লাইসেন্সধারীর বিবাহিত কন্যা রত্না প্রামাণিকের 'অনাপত্তি সনদ দাখিল করেছিলেন, কিন্তু শুনানির সময় রত্না প্রামাণিক বলেন যে তিনি আবেদনকারীদের পক্ষে কোনও 'অনাপত্তি সনদ' দাখিল করেননি এবং তার স্বাক্ষর জাল ছিল। সুতরাং, মহকুমা নিয়ন্ত্রক রায় দেন যে রিট আবেদনকারী করুণার ভিত্তিতে লাইসেন্স পেতে উক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে মিথ্যা বিবৃতি দাখিল করেছেন এবং জাল নথি উপস্থাপন করেছেন।

Iii রিট আবেদনকারী জানিয়েছেন যে তার কোনও আয় নেই কিন্তু তদন্তকালে দেখা গেছে যে তিনি একজন আয়কর মূল্যায়নকারী এবং নিয়মিত আয় করেন। তিনি প্রতি বছর আয়কর রিটার্নও দাখিল করেন। সুতরাং, তিনি মূল লাইসেন্সধারীর উপর নির্ভরশীল নন।

যদি মহকুমা নিয়ন্ত্রকের যুক্তিসঙ্গত আদেশ এবং গুরুপদ দাস (উপরে) মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশিকা পাশাপাশি থাকে, তাহলে এই আদালতের বিবেচনায় মনে হয় যে মহকুমা নিয়ন্ত্রক এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার লঙ্ঘন করেছেন।

বিচার। এখতিয়ারের এই অতিরিক্ত ব্যবহার এবং ফলস্বরূপ আবেদনকারীর লাইসেন্স পাওয়ার অধিকার অস্বীকার করা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী, অসৎ এবং অন্যায্য, যা সহানুভূতির ভিত্তিতে লাইসেন্স পাওয়ার তার আইনি অধিকার লঙ্ঘন করে।

আমাকে কারণ নির্ধারণ করতে দিন।

আবেদনকারী তার ভাই সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছেন কিনা তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বিষয়টি মহকুমা নিয়ন্ত্রকের এখতিয়ার মধ্যে ছিল না। রিট আবেদনকারীর ভাই বিমান মজুমদারের রেকর্ড করা বিবৃতি থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে তার বাবার মৃত্যুর আগে থেকেই তিনি বেলঘরিয়ায় থাকতেন এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেন। যদি ভাইবোনদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ না হয়, তাহলে এটা সত্য যে আবেদনকারী তার ভাইবোনদের মধ্যে একজনের অবস্থান সম্পর্কে জানেন না। মহকুমা নিয়ন্ত্রকের তদন্তের পরিধি ছিল যদি বিমান মজুমদার মূল লাইসেন্সধারীর মৃত্যুর তারিখে বসবাস করতেন এবং লাইসেন্সধারীর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাহলে মহকুমা নিয়ন্ত্রকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে তিনি রিট আবেদনকারীর বাড়িতে থাকতেন না এবং তার নিজস্ব স্বাধীন আয়ও রয়েছে। মূল লাইসেন্সধারীর আরও দুই মেয়ে বিবাহিত। উভয়েই বলেছেন যে তারা উক্ত ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর নির্ভরশীল নন। তারা তাদের

একইভাবে, রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তির নাম লাইসেন্সধারীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি, যদিও সুবিধাভোগীদের কার্ডগুলি নিকটতম লাইসেন্সধারীর সাথে ট্যাগ করা আছে। অতএব, রিট আবেদনকারী মূল লাইসেন্সধারীর অবিবাহিত নির্ভরশীল কন্যা হওয়ায় ৫,০০০/- টাকা কমিশন পাচ্ছেন এবং তার একটি স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর থাকার কারণে তিনি আয়কর দাখিল করেন কিন্তু তার আয় করযোগ্য নয়। ২০১৯ সাল থেকে তিনি সরকারের কাছে এই ধরনের আয়কর রিটার্ন দাখিল করে আসছেন।

পিতার মৃত্যুর পর আবেদনকারী যে কমিশন পাওয়ার অধিকারী, তা আয় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না কারণ উক্ত ন্যায্য মূল্যের দোকানের শূন্যপদ ঘোষণার সাথে সাথে উক্ত কমিশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

বিষয়টির এই দিকটি বিবেচনা করে, এই আদালতের অভিমত হল যে উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক গুরুপদ দাস (উপরে)-তে নির্ধারিত অনুপাত এবং নির্দেশিকাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, উপ-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

মহকুমা নিয়ন্ত্রককে বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আবেদনকারীর উপস্থাপনা কঠোরভাবে অনুসারে

গুরুপদ দাস (উপরে) বর্ণিত নির্দেশিকাগুলির পাশাপাশি এই আদালত এখানে উপরে যে পর্যবেক্ষণ করেছে।

উপরের নির্দেশের সাথে, তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

যাইহোক, খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না।

(বিচারক বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal